যায়যায়দিন

তারিখ 07 FEB 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

সিপিডির সংলাপে দেশের বিশিষ্ট নাগরিকদের মতামত

সাউথ এশিয়া ইউনিভার্সিটি হবে এ অঞ্চলের ঐক্য ও সম্প্রীতির চারণভূমি

যাযাদি রিপোর্ট

সাউথ এশিয়া ইউনিভার্সিটি হবে এ অঞ্চলের ঐক্য ও সম্প্রীতির চারণভূমি। তা শুধু সেন্টার অফ এক্সিলেন্সই হবে না, এ ইউনিভার্সিটিটি গ্লোবাল লিডারদের জন্ম দেবে। তথ্য প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান হবে এখানের মূল প্রতিপাদ্য। গতকাল সিরডাপ মিলনায়তনে সিপিডি আয়োজিত 'সার্কভুক্ত দেশগুলোর জন্য প্রস্তাবিত সাউথ এশিয়া ইউনিভার্সিটি কেমন হওয়া উচিত' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও নাগরিকরা ইউনিভার্সিটিটি সম্পর্কে এভাবেই তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

সিপিডির চেয়ারম্যান ড. রেহমান সোবহানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কেয়ারটেকার সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ড. ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী। সম্মানিত অতিথি ছিলেন সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, এ এস এইচ কে সাদেক। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, সার্ক দেশগুলোর ইন্টেলেকচুয়াল রিসোর্সই এখানের বড় সম্পদ। এগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করতে পারলে আমাদের এবং বিশ্বের উন্নয়ন করা যাবে। তিনি বলেন, এ ধরনের ইউনিভার্সিটি হলে সরকার সাধ্যমত সহযোগিতা করবে। ইউনিভার্সিটিটি স্থাপিত হলে সার্ক শক্তিশালী হবে। আগামী সার্ক সম্মেলনে বিষয়টি আলোচনা হবে জানিয়ে তিনি বলেন, এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশেরও একটি সেন্স অফ ওনারশিপ থাকতে হবে। সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক সাউথ এশিয়া ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে গত সার্ক সম্মেলনে দেয়া ইনডিয়ান প্রাইম মিনিস্টার ড. মনমোহন সিংয়ের বক্তব্যের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, পৃঃ ২ >> কঃ ৪

সাউথ এশিয়া ইউনিভার্সিটি হবে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সাউথ এশিয়া ইউনিভার্সিটিকে শুধু সেন্টার অফ এক্সিলেন্স বানালেই হবে না। কিভাবে এটিকে যোগ্যদের প্লাটফরম বানানো যায় তা দেখতে হবে। এ জন্য সবার মধ্যে যথার্থ বোঝাপড়া থাকতে হবে। এ ভার্সিটি গ্লোবাল লিডার জন্ম দেবে।

এখানে কোনো লৈঙ্গিক বৈষম্য থাকবে না। ব্রেনড্রেন সমস্যারও সমাধান হবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চর্চাভূমি হবে এটি। তিনি বলেন, ক্যাম্পাস, কারিকুলাম ইত্যাদির চেয়েও জরুরি হলো ইউনিভার্সিটিটির সুনির্দিষ্ট মিশন ও ভিশন। এটি যে দেশেই প্রতিষ্ঠিত হোক ওই দেশের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেবে ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ। আর্থিক স্বাধীনতাও ভোগ করবে প্রতিষ্ঠানটি। এখানে যারা পড়বে তাদের ভিসা প্রক্রিয়া অত্যন্ত সহজ করতে হবে বলেও তিনি মত দেন।

আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বলেন, এ ইউনিভার্সিটি ও সরকারগুলোর মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকতে হবে। একই সঙ্গে একটি বিশ্বমানের ইউনিভার্সিটি গড়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশ ও নীতিনির্ধারকদের সমন্বিত পদক্ষেপের কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

সাউথ এশিয়া ইউনিভার্সিটির ওপর একটি খসড়া প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর গওহর রিজভি। তিনি ৬৪ পৃষ্ঠার এ খসড়া প্রস্তাবনায় সত্যিকার অর্থে সাউথ এশিয়া ইউনিভার্সিটিকে একটি সেন্টার অফ এক্সিলেন্স হিসেবেই দেখতে চেয়েছেন। তিনি ভার্সিটিটির মিশন, ভিশন, গোল, সিঙ্গল ইউনিফাইড ক্যাম্পাস, একাডেমিক ও অপারেশনাল স্বায়ত্তশাসন, সৃষ্টিশীল কারিকুলামসহ আর্থিক খাতকে টেকসই করার স্বার্থে বেশ কিছু প্রস্তাবনা তুলে ধরেন।

অন্য বক্তারা নানান কারণে উপযুক্ত হওয়ায় বাংলাদেশেই এ ইউনিভার্সিটি স্থাপনের পক্ষে যুক্তি দেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন প্রফেসর ড. এমাজউদ্দিন আহমেদ, প্রফেসর ড. এ কে আজাদ চৌধুরী, প্রফেসর ড. এম শমসের আলী, প্রফেসর ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, খান সারওয়ার মুরশিদ, হাফিজ জি সিদ্দিকী, প্রফেসর ইমতিয়াজ আহমেদ চৌধুরী, ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ।